৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আজ থেকে চালু হলো আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ – ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ ঃ ২৯ মে – ৪ জুন, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 31, 29 MAY - 4 JUNE, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জেলমুক্তি হলেও জামিন পেলেন না নারদ কাণ্ডে ধৃত

চার নেতা। গৃহবন্দীর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার শুনানি হবে পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চে। বিচারপতি চিহ্নিত করে গঠন করা হয়েছে বৃহত্তর বেঞ্চ। অবশ্য শুনানির দিন তা না হওয়ায় এখনও গৃহবন্দী চার নেতা।

রবিবার : পুরোপুরি লকডাউনের বদলে কড়া বিধিনিষেধের মধ্যে

দৈনিক কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা কমল রাজ্যে। সারা দেশেও কমেছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। তবে কিছুতেই মৃত্যুর পরিমাণ কমছে না রাজ্যে। এমনকি কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনাতেও সংক্রমণ কমতির দিকে।

সোমবার : বিমা করিয়েও তালিকাভুক্ত বেসরকারি

হাসপাতাল ও নার্সিংহোমেও মিলছে না ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবা। সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নগদ ফেললে তবেই ভর্তি। বিপাকে গ্রাহকরা। বিমা সংস্থার ক্ষতির অজুহাতে কোভিড চিকিৎসায় লুটে নিচ্ছে নার্সিংহোম ও হাসপাতালগুলি।

মঙ্গলবার : ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের টিকা দেওয়ার নীতিতে

পরিবর্তন আনল কেন্দ্র। এখন থেকে কো-উইন অ্যাপে নাম নথিভুক্তি না করে সরকারি টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়েও টিকা নেওয়া যাবে। পাশাপাশি চালু থাকবে নথিভুক্তির পদ্ধতিও। টিকার অপচয় রুখতে এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের।

বুধবার: অপেক্ষা ইয়াস আসার। তার মধ্যে হঠাৎ উত্তর ২৪ পরগনার

হালিশহর, বীজপুর ও নৈহাটির একাংশে এসে উপস্থিত ছোটখাটো টর্নেডো। ক্ষণস্থায়ী এই টর্নেডোর দাপটে উপড়ে গেল গাছ, গুমটি, দোকান। লন্ডভন্ড হয়ে যায় ব্যান্ডেল সহ হুগলির একাংশ।

বৃহস্পতিবার : ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে ধামড়ায় আছড়ে

পড়ল ইয়াস। সঙ্গে সাথ দিল পূর্ণিমার ভরা কোটাল। পূর্ণ গ্রহণের ভরা তিথিতে ভেসে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের ঘর-সংসার, ক্ষেত খামার। বহু জীবন হল আশ্রয়হীন। ঝড়ের দাপটে বেহাল ওড়িশার একাংশ।

শুক্রবার : বিষয়, দিন ও সময় কমিয়ে পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা

করল রাজ্য সরকার। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে আগামী জুলাইয়ের শেষে এবং মাধ্যমিক হবে আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে। সময়সীমা দেড় ঘন্টা। লিখতে হবে কম সংখ্যক উত্তর। পরীক্ষা হবে হোম সেন্টারে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাঁধ সারাতে 'ইমারজেন্ট টেন্ডার'

এ খেলা চলছে নিরন্তর

ওঁকার মিত্র : সত্তর-আশির দশকে সুন্দরবন এলাকার মোসুনী দ্বীপের বাসিন্দা সেচ দফতরের এক ঠিকাদার মাঝে মধ্যেই আলিপুর বার্তার তৎকালীন গোপালনগর অফিসে এসে গোছা গোছা অভিযোগ পত্রের কপি জমা দিতেন আর আবেদন করতেন, 'আপনারা কাকদ্বীপ সেচ দপ্তরের বাঁধ মেরামতি নিয়ে দুর্নীতি তুলে ধরুন।' তাঁর অভিযোগ ছিল মূলত দুটি। এক, সারাবছর কোনো কাজ না করে প্রতিবছর ঠিক বর্ষার আগে 'ইমারজেন্ট টেন্ডার'-এর নামে বেশি রেটে কাজ হয় যা বর্ষা ও কোটালে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। পরের বছর একই জায়গায় ফের 'ইমারজেন্ট টেন্ডার'-এ কাজ হয়। দুই, সুন্দরবন এলাকার ঠিকাদারদের বাদ দিয়ে কাজ দেওয়া হয় বাইরের জেলার ঠিকাদারদের যাদের না আছে এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান, না আছে দরদ। ফলে কাজ হয় দায়সারা গোছের। এই দুই দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকার খেলা চলে দপ্তরের গ্রুপ ডি থেকে ইঞ্জিনিয়ার এবং নেতা-মন্ত্রী পর্যন্ত।

আজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পর সুন্দরবনের বাঁধ নির্মান ও মেরামতি নিয়ে একই প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রমাণ হল, মোসুনীর সেই ঠিকাদারের (বর্তমানে তিনি প্রয়াত) অভিযোগ আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়ে গিয়েছে। এত সংবাদ করেও নেতা-মন্ত্রীদের কানে জল ঢোকানো যায়নি। তফাৎ শুধু একটাই, কোনো অজ্ঞাত কারণে এতদিন নেতা-মন্ত্রীরা যে প্রশ্ন তোলেননি এবার তা সকলের সামনে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি তিনি তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা সেচ দপ্তরের এই ঘুঘুর বাসায় আদৌ কোনোদিন তদন্ত শেষ হয়ে দোষী ইঞ্জিনিয়ার ও নেতা-মন্ত্রীদের শাস্তি হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

কেন এই সন্দেহ? আয়লা, বুলবুল, আমফান, ইয়াস দেখিয়ে দিল প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার পরও খড়কুটোর ভেসে যায় বাঁধ অথচ সেচ দপ্তরের ঠিকাদার, কর্মীরা ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক পরিবর্তনেও এই খেলার কোনও উনিশ-বিশ ঘটে না। এই দপ্তরে মন্ত্রী আছেন, সচিব আছেন, দক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা আছেন, কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ আছে কিন্তু সুন্দরবনের বাঁধের উন্নতি নেই। সেচ দপ্তর

থেকে সদ্য অপসারিত ও বনদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৎকালীন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আমফানের পরে সুন্দরবন পরিদর্শনে গিয়ে অবাক হয়ে বলেছিলেন দুহাজার কোটি টাকার বরাদ্দ তিনি অনুমোদন দিয়ে এলেও কেন বাঁধের কাজ হল না তা তাঁর অজানা। অর্থাৎ একজন মন্ত্রী নিজেই বলে দিচ্ছেন অর্থ বরাদ্দ হলেও এখানে কাজ হয় না।

কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল এই তিন আমলের ৭৪ বছরে কত মন্ত্রী সেচ দপ্তরে ঘুরে গিয়েছেন কিন্তু কেউই যে এই ঘুঘুর বাসা ভাঙতে পারেন নি তা সুন্দরবনের বাঁধ প্রতিবছর দেখিয়ে দেয়। কিন্তু সকলেই চোখ বুজে বা চোখ ঘুরিয়ে থাকেন। আজ ১০ বছর পর চোখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাকিয়ে দেখছেন প্রতিবছর টাকা দিয়ে গেলেও আসলে সুন্দরবনের বাঁধ বলে কিছু নেই। সবাই এখানে ভগবানের ভরসায় দিন কাটাচ্ছেন।

সুন্দরবনের আয়তন ৭৯১০ বর্গ কিলোমিটার (৩০৮৯ বর্গমাইল) যার মধ্যে ৪১৭০ বর্গ কিলোমিটার সংরক্ষিত বনভূমি। এরই মধ্যে রয়েছে খাঁড়ি-উপখাঁড়ি, বনভূমির ছোট ছোট নদী। বাকি ৩৭৪০ বর্গ কিলোমিটার বনহীন অঞ্চলের মধ্যে ২৫৯০ বর্গ কিলোমিটার হল চাষযোগ্য জমি যা ৩৫০০ কিলোমিটার প্রান্তিক বাঁধ দিয়ে ঘেরা। বাকি ১১৫০ বর্গকিলোমিটারের ৮৯১ বর্গকিলোমিটার বসবাসের যোগ্য এবং ২৪৯ বর্গমিটার হল বসবাসহীন তীরভূমি বা নতুন করে গজিয়ে ওঠা কিছু নিচু দ্বীপ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এই ব-দ্বীপেই চলে নোনা জলে আর মাটির ঠুনকো বাঁধের ভাঙা গড়ার খেলা। এভাবেই একদিন ২০০৯ সালের ২৫ মে সুপার সাইক্লোন 'আয়লা' এসে দেখিয়ে দেয় সব সময় এই খেলায় জয়ী হয় নোনা জল কারণ যে বাঁধের উপর নির্ভর করে এখানে জীবন বয়ে চলে তা হল দুর্বল, অবহেলিত ও উপেক্ষিত। তাই আয়লার গ্রাসে সম্পূর্ণ ধুয়ে সাফ হয়ে যায় ৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ ৯,২৬০০০ আধপাকা বাড়ি। নোনাজলে আচ্ছন্ন হয় ৬০ শতাংশ চাষযোগ্য জমি। তখন ক্ষমতায় বাম সরকার। নড়ে চড়ে বসেন কমরেড নেতারা। ঠিক হয় চওড়া করে নতুন বাঁধ বাঁধা হবে সুন্দরবনে। ৫০৩২ কোটি টাকার প্রকল্প রচনা হয়। শুরু হয় জমি অধিগ্রহণের কাজ। এরপর ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তন হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার। গদিতে বসেন কাজের মানুষ জনদরদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ইয়াস আর বুদ্ধপূর্ণিমা এবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সবই ছিল রাজনৈতিক নেতাদের জনসেবার অভিনয়। আয়লার পর বুলবুল, আমফান গিয়েছে, সদ্য চলে গেল ইয়াস। প্রতিবছর আসে যায় ভরা কোটাল ও মরা কোটাল। আসবে আরও ঝড়-সাইক্লোন, আসবে টাকা, নিয়োগ হবে ঠিকাদার। কিন্তু আদৌ সুন্দরবনের বাঁধ বদলাবে কিনা তা নির্ভর করবে ঘুঘুর বাসায় আসলে কাদের বাস। তাই সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সেচ দপ্তরের খোল নলচে বদলানো না হলে সুন্দরবনের মানুষের ভবিষ্যৎ বদলাবে না।

সুন্দরবনবাসীর দাবি সেচ দপ্তরে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতিতে এতদিন যেসব ঠিকাদার, কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা ও মন্ত্রীরা যুক্ত ছিলেন তাদের আয় বহির্ভূত সম্পদের অডিট করা হোক। ঘুষ কাণ্ডে আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। কিন্তু সুন্দরবনবাসীর কান্না তাদের কাঁদায় না কেন? কেন তাঁরা সিবিআই-সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন না বাঁধ তদন্তে? এই প্রশ্নেই লুকিয়ে রয়েছে সুন্দরবনের জীবনের গতিপ্রকৃতি।

প্রশাসনিক বৈঠকের দিনই রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ মে হেলিকপ্টারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর দ্বীপে এসে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সাগরে আসার আগে তিনি মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার যশের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সাগরের হেলিপ্যাডে নেমে তিনি জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন, জেলার পুলিশ সুপার সহ সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। জেলা শাসক মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, জেলার কাকদ্বীপ, নামখানা, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলী, সাগর ও মথুরাপুর-২ নম্বর ব্লকে যশের প্রভাবে নদীর জলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে চাষের জমি, মাছের পুকুর, পানের বরোজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলাশাসক বলেন, বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে খাদ্য, পানীয়, স্যানিটাইজার মাস্ক দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেন, আকাশ পথ থেকে তিনি যে দৃশ্য দেখেছেন, তা খুবই উদ্বেগের। এই মুহূর্তেই ক্ষতির পরিমাণ চূড়ান্ত করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক একটা রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তিনি জেলাশাসককে বলেন, দেখুন যাতে

ত্রাণ শিবিরে খাদ্য, পানীয় কিংবা বস্ত্র সামগ্রীর অভাব না হয়। সরকার খুব শীঘ্রই দুয়ারে ত্রাণ প্রকল্প শুরু করবে। আগামী ৩ জুন থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। সরকারিভাবে সেটা করা হবে। এবার দেখতে হবে যেন ন্যায্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা ক্ষতিপূরণ পায়। গতবারে দু একটার জন্য যেমন বদনাম হয়েছিল, সেটা যেন না হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী কলাইকুন্ডার উদ্দেশ্যে উড়ে যান। যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাঁর যশ পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৈঠক আছে।

প্রসঙ্গত, এদিন কচুবেড়িয়াতে বেশ কয়েকজন মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মাধবী পাত্র বলেন, তাদের ঘরবাড়িতে জল ঢুকে গেছে। খাদ্য-পানীয় কিছুই পাচ্ছেন না। আশ্রমমোড়ে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করেন। তাদের দাবি মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার কথা না শুনে তাঁর দলের এক নেতা জল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এক ঘন্টা পর অবরোধ ওঠে।

'আয়লা' থেকে 'যশ' বাঁধের বেহাল দশা ঘুচল না

কুনাল মালিক : যশ থেকে রক্ষা পেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। যশ যখন ওড়িশার ধামড়ায় আছড়ে পড়ে, তখন এই জেলার পূর্ণিমা ভরা কোটালে বিভিন্ন নদী ফুঁসছিল। নদীর এই রুদ্র রূপ কবে দেখেছে নদীপারের মানুষজন তা ভেবে পাচ্ছিল না। ২৬ মে সকাল ১০টার পর থেকেই বিভিন্ন নদী বাঁধ একের পর এক ভাঙতে থাকে। অসহায় মানুষ হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়ে জল আটকাবার মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু গর্জে ওঠা নদীর জলকে আটকে রাখা যায়নি। সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলী সহ বিভিন্ন ব্লকে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। ভেঙে পড়েছে মাটির বাড়ি। চাষের জমি, মাছের পুকুর ভেসে গেছে। সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপে চোখে পড়েছে ঘরের চালায় মানুষদের অসহায় ভাবে বসে থাকতে। অনেকে জল থেকে বাঁচতে গাছে উঠে পড়েছে। সুন্দরবন এলাকা ছাড়াও ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, বজবজ-১ ও ২, মহেশতলা এলাকাতেও হুগলি নদীর জল নদী বাঁধ উপচে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। ফলতা থানা কার্যত নদীর জলে থইথই করতে থাকে। নদী লাগোয়া এলাকা থেকে অনেক মানুষকে ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৭ মে অর্থাৎ যশের আগমনের দ্বিতীয় দিনেও বিভিন্ন নদীতে ভরা কোটালের জোয়ারের তীব্রতা ছিল।

এরপর তিনের পাতায়

ক্রমেই ছোট হচ্ছে কে-প্লট

আমি বাপি ভৌমিক, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি প্রত্যন্ত দ্বীপ কে-প্লট থেকে বলছি। গ্রামের নাম পশ্চিম সৃপতিনগর গঙ্গার ঘাট নামে খ্যাত। দ্বীপটি জি-প্লট এর পাশেই অবস্থিত। এখানকার জনবসতি আনুমানিক ১০ থেকে ১২ হাজার এবং এই দ্বীপের আয়তন আনুমানিক ১০০ বর্গ কিলোমিটার। এটি পাথরপ্রতিমা ব্লকের পাথরপ্রতিমা থানার অচিন্ত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

দ্বীপটির অবস্থান পাথরপ্রতিমা মূল ভূখন্ড থেকে জলপথে প্রায় তিন ঘন্টা অতিক্রম করে একেবারে বঙ্গোপসাগরের কোলে ঠাকুরান নদীর তীরে। একেবারেই চার ধার নদী দ্বারা বেষ্টিত এই ছোট্ট দ্বীপটি দিনের পর দিন বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ছোট হতে চলেছে।

বহু ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছে এই দ্বীপ। ২০০৯ সালে আয়লা এই দ্বীপটিকে চারদিক থেকে নদী বাঁধ ভাঙন এর মধ্য দিয়ে আয়তনে খুব ছোট করে দিয়েছিল। পরপর ৫ বছর এখানে সকল চাষযোগ্য জমি চাষের উপযোগী ছিলনা। তারপর বুলবুল ঝড়ে দ্বীপের অধিকাংশ গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গতবারের আমফান ঝড় পুনরায় বিঘার পর বিঘা জমির শস্য নষ্ট করে দেয়। এবছরেও যশের তাণ্ডবে সেই একই ছবির পুনরাবৃত্তি ঘটল। হাজার বিঘা আয়লা বাঁধ, ছোহের ঘেরি, মণ্ডলের ঘেরি থেকে বাঁধ ভেঙে ও বাঁধের প্রায় ২ মিটার উপর থেকে জল ঢুকে বিঘার পর বিঘা জমি তছনছ করে দিয়েছে। বহু মানুষের ঘর ভেঙে ছারখার হয়ে গেছে। বহু মানুষ অসহায় ভাবে দিনযাপন করছে। নোনা জল ঢুকে গ্রামের সমস্ত পুকুরের মাছ মারা গেছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রাইমারি স্কুল গুলোতে ত্রাণ শিবির করা হয়েছে সেখানে বহু মানুষ ও গৃহপালিত পশু আশ্রয় নিয়েছে। যদিও অনেক স্কুলে জল ঢুকেছে।

এই গঙ্গার ঘাট কে-প্লট পশ্চিম সৃপতিনগর গ্রামের মানুষের একমাত্র জীবন জীবিকা চাষবাস ও মৎস্য-কাঁকড়া শিকার এবং মধু সংগ্রহ, জঙ্গলে কাঠ কাটা। একদিকে করোনার বাড়বাড়ন্ত, সরকারি লকডাউন স্বাস্থ্যবিধি মেনে দূরত্ব বজায় রাখা অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এখানকার মানুষজনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছে। এই দিন আনা দিন খাওয়া অসহায় মানুষগুলো শুধু তাকিয়ে কিছু সরকারি সহযোগিতা ও ত্রাণের অপেক্ষায়।

কোটালের জলে ইঁট ভাটায় ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ মে যশের জেরে পূর্ণিমার কোটালের জলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পূজালী থেকে ফলতা পর্যন্ত নদী উপকূলবর্তী ইঁট ভাটাগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হল। নদীর জল ঢুকে যায় জ্বলন্ত ইঁট ভাটায়। তারপর শব্দ করে ভাটা গুলো থেকে বিশাল ধোঁয়া বের হতে থাকে। বারাতলা লাকি ইঁট ভাটার ম্যানেজার বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, ২০ বছর ভাটায় কাজ করছি এমন দৃশ্য আগে দেখিনি। আমাদের ভাটায় তিন লক্ষ ইঁট পুড়ছিল, সব নষ্ট হয়ে গেল।

এত ক্ষতি হল, কি ভাবে পূরণ হবে বুঝতে পারছি না। বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য হেমন্ত ছাবড়িয়া (হিমুদা) জানান, আমাদের পূজালীর ভাটায় চার লক্ষ ইঁট নষ্ট হয়ে গেছে কোটালের জলে। এই ক্ষতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চার পাঁচ বছর লেগে যাবে। গত বছর করোনা আর আমফান পরিস্থিতিতে সরকার কিছু সহযোগিতা করেছিল। রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করব আমাদের বিষয়টি দেখার জন্য।

ইয়াস রুখতে বাহিনীর লড়াইকে কুর্নিশ, বহিরাগত তকমা ভ্যানিশ

পার্থসারথি গুহ ঃ ইয়াস ঝড়ের থেকে এবারের মতো রক্ষা পেল কলকাতা মহানগরী। তবে এই মহা ঘূর্ণিঝড় আবার তার দাঁতনখ ভালোমতোই বের করে বেআব্রু করে দিল ,মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। একইসঙ্গে একটা বড় জিনিস সামনে নিয়ে এলো। সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হলে সবার আগে ফিরে তাকাতে হবে গত বিধানসভা ভোটের দিকে। যে নির্বাচনের শুরুটাই পর্যবসিত হয়েছিল কেন্দ্রের শাসক দল ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের যুযুধান লড়াইয়ে। এমন একটা ভাব করা হয়েছিল রাজ্যের শাসকের পক্ষে যেন দিল্লি বা বাইরে থেকে বিজেপির হয়ে যাঁরা প্রচারে আসছেন তাঁরাও সব বহিরাগত। এই আবহে দেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের ওপরেও বহিরাগত তকমা দেওয়া হয়েছিল। সিআরপিএফকে নিয়ে রাজ্যের এই মনোভাব মোটেই অনুমোদন করে নি গোটা দেশ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল সেটাকেই চড়াম চড়াম সুরে বাজিয়ে চলেছিল। অনেকটা ভাঙা ক্যাসেট বাজানোর কেস আর কী! ইয়াস মোকাবিলাতেই যখন কেন্দ্রের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী রাজ্যের

সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করল তখন পরিস্থিতিটা বেমালুম ঘুরে গেল। রাজ্যের মানুষ ধন্য ধন্য করতে আরম্ভ করল ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ভূমিকায়। তাঁদের সঙ্গে জংলা ছাপের সাঁজোয়া পোশাকে সমানে যুঝে গেলেন কেন্দ্রীয় জওয়ানরা। এবার কিন্তু আর তার নিন্দা করল না কেউই। ভাবখানা এমন এটাই তো তাঁদের কাজ। অথচ এই জওয়ানরা যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বুথে সুনিশ্চিত নিরাপত্তা প্রদান করতে এল তখন এতো সমালোচনা হয়েছিল কেন? আরে বাবা তাঁরা তো ভুল কিছু করে নি। এ রাজ্যের মানুষকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দিতে এসেছিলেন তাঁরা। তখন কতোই না অপব্যাখ্যা হতে থাকল রাজ্যের শাসক দলের মদতে। যেন কেন্দ্রীয় বাহিনী বিশাল অপরাধ করে ফেলেছে। ভোট লুঠকে মূলমন্ত্র করে কোচবিহারের শীতলকুচিতে যখন উদ্যত বিশৃঙ্খল কিছু দলীয় সমর্থককে সরাতে গুলিচালনা হল তখনও সমালোচনার ঝড় উঠল। বহিরাগত বলে বলে ক্ষতবিক্ষত করা হল দেশনিবেদিত এই প্রাণকে। গত বছর আম্ফান মোকাবিলাতেও এই বাহিনীর কাজ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। আর এবার তো সব কিছু ছাপিয়ে গিয়েছে এখনও পর্যন্ত ইয়াসের বিরুদ্ধে তাঁদের এই মাথা উচু করা লড়াই। রাজনীতির উর্ধে উঠে দলগুলিকে এই সারসত্য মনে রাখতে হবে। তবেই দেশ ও দশের মঙ্গল।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ২৯ মে - ৪ জুন, ২০২১

এ ভাঙন রুখতে হবে

এবছরের 'ইয়াস' মানুষকে অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছে। শুধু শারীরিক ভাবে নয় মানসিক ভাবেও একে অপরের পাশে থাকছে। বিভিন্ন 'শেল্টার'গুলিতে যারা সাময়িক আশ্রয় পেয়েছেন সেখানে প্রশাসন সহ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি সাধ্যমতো কাজ করছে। গত বছরই আমফান এবং এই চলতি করোনা যুগ মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভাবিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুব ও শাখা সংগঠনগুলি এই বিপদের দিনে ঝাপিয়ে পড়েছে। আজাদ হিন্দ ভলান্টিয়ার, রেড ভলান্টিয়ারের মতো তরুণ দলের বাহিনী আজ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের সাহায্যে সাধ্য মতো চেষ্টা করছে। বিভিন্ন ক্লাব, ব্যক্তি, গণসংগঠন এগিয়ে এসেছে। তবু প্রশাসনের আরও একটু পরিকল্পনা মাফিক এগোনো প্রয়োজন।

নদী মাতৃক এই পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর বর্ষা, বন্যায় এবং ঝড়ে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে নদী পাড়ের বাসিন্দারা। মালদহ মুর্শিদাবাদের নদী পাড়ের ভাঙনের কাহিনী অতি পুরনো। বছর বছর নানা পরিকল্পনা খাতে অজস্র অর্থ ব্যয় হয়। নদী ভাঙনের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকে। তবু দেখা গেছে গ্রামের পর গ্রাম গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গেছে। সাময়িক একটু হইচই তারপর স্তিমিত হয়ে যায় সব কিছু। মন্দির মসজিদ, বসত বাড়ি, জমি জায়গা আর সেভাবে ফিরে পায়না গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্র পাড়ের বাঁধ ভেঙে যাওয়া কিংবা মাটির নদী বাঁধগুলি প্রত্যেক বছর কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর বানভাসি হয় মানুষজন। গবাদি পশু, ক্ষেত খামার ধ্বংস হয়। ক্ষতিপূরণের টাকা হাতে পেতে লেগে যায় বহুদিন। ভাঙা ঘর, ভাঙা ভিটে গড়ে উঠতে অনেক সময় লাগে, তার মধ্যেই আবার হয়তো আয়লা, ফণি, আমফানরা ফিরে আসে। রাজধানী শহরের তথাকথিত মূল স্রোতের গণ মাধ্যম কিংবা রাজনীতিকদের ভাববার অবকাশ হয় না দক্ষিণবঙ্গের মানুষের নিয়ত দুর্ভোগের কথা ভাববার। নোনা জল চাষের জমিকে অনুর্বর করে দেয়। সাধারণত সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কোনও কালেই ছিল না। জলে জঙ্গলে লড়াই করে বেঁচে থাকা মানুষগুলির অবশ্যই ভোটাধিকার থাকে এবং 'শহরের বাবু'রা প্রয়োজনে তাদের কাছে আসেন। জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ ভয়ে যে মানুষগুলির জীবন সংগ্রাম প্রতিদিন চলে তাদের ন্যূনতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে প্রশাসন কতটা সফল তা বোঝা যায় এই ঝড় বাদলের দিনে। প্রতি বছর মাটির তৈরি কিংবা বালির বস্তায় গড়ে ওঠা বাঁধগুলি ভেঙে পড়ে ভাসিয়ে দেয় গ্রাম। পূর্ণিমা অমাবস্যা, জোয়ার ভাঁটা এ বাংলায় নতুন নয় তবু বারংবার বাঁধ ভাঙার কারণে বানভাসি হয় ওই মানুষজন।

কোটি কোটি অর্থ সেচ ব্যবস্থা, উন্নয়ন, নদী বাঁধের উন্নয়ন, গ্রামীণ বাড়ি উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে প্রতি বছর বাজেটে বরাদ্দ হয়। জেলা শাসক থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দক্ষ মানুষজন আছেন, আছেন জনপ্রতিনিধিরাও। তবু বাঁধ ভাঙে মানুষজন মারাও যান। দুর্বল নদী বাঁধের পরিবর্তে স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ তৈরি ভারতের মতো দেশে কি একান্তই অবাস্তব, অসম্ভব! নদী বিশেষজ্ঞ, বাঁধ বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ্‌দের নিয়ে গড়ে তোলা হোক বিশেষজ্ঞ কমিটি যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বে থাকবেন। নদী ভাঙন এবং বাঁধ ভাঙনের স্থায়ী সমাধানে সদর্থক ভূমিকা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বের বহু দেশ এ ব্যাপারে সফল হলেও পশ্চিমবাংলা পিছিয়ে থাকবে কেন?

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র বারো

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাম্ রতাঃ ।।১২।।

অনুবাদ

দেবতার উপাসনায় যারা নিয়োজিত, তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপাসকগণ আরও অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

যেতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে সহজলভ্য পন্থা হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট গ্রহলোকের অধিষ্ঠাতৃ বিশেষ দেবতার উপাসনা করা। যাই হোক না কেন, এই জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত গ্রহলোকগুলি হচ্ছে অস্থায়ী বাসগৃহ; একমাত্র বৈকুণ্ঠলোকগুলি হচ্ছে স্থায়ী গ্রহলোক। এগুলিকে চিদাকাশেই দেখা যায় এবং পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং সেগুলির কর্তৃত্ব করেন। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে-

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।

'এই জড় জগতে সর্বোচ্চ গ্রহলোক থেকে সর্বনিম্ন গ্রহলোক পর্যন্ত সর্বত্রই যন্ত্রণার স্থান যেখানে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, যে আমার ধামে উন্নীত হয়, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।' (ভঃ গীঃ ৮/১৬) শ্রীঈশোপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন না কোন উপায়ে বিভিন্ন গ্রহে ইতস্তত ভ্রমণের মাধ্যমে জীব ব্রহ্মাণ্ডের গভীর তমসাচ্ছন্ন অঞ্চলে অবস্থান করে। একটি নারকেল যেমন খোসার দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটিও বিশাল জড় উপাদানগুলির দ্বারা আবৃত থাকে। এই জড় আবরণ নিশ্ছিদ্র হওয়ার ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডটি গভীর অন্ধকারময়, তাই সেটিকে আলোকিত করতে সূর্য ও চন্দ্রের প্রয়োজন।

ফেসবুক বার্তা

করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন 'হিমালয় রক্ষক' পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুনা

ফৌজদারি মামলায় আর সম্পদের মূল্যের সংখ্যায় শ্রীবৃদ্ধি কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস(এ ডি আর) ২০২১ - এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী ২৯২ জন প্রার্থীর স্বঘোষিত হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ - এ রাজনৈতিক দলগুলির সর্বশেষ অবস্থান সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (এ আই টি সি) - ২১৩, ভারতীয় জনতা পার্টি (বি জে পি) - ৭৭, রাষ্ট্রীয় সেকুলার মজলিস পার্টি (আই সি এফ) - ১ এবং নির্দল - ১ মোট আসন প্রাপ্তি - ২৯২। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪২ জন (৪৯ শতাংশ) বিজয়ী প্রার্থী নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলার কথা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের নির্বাচনে এ রাজ্যের বিজয়ী ২৯৩ জন বিধায়কের মধ্যে ১০৭ জন (৩৭ শতাংশ) নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলায় কথা জানিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ, এবারের বিধানসভায় ফৌজদারি মামলায় জড়িত ১২ শতাংশ বিধায়কের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলো। আবার এবারের ও-ই ২৯২ জনের মধ্যে ১১৩ জন (৩৯ শতাংশ) বিজয়ী প্রার্থী নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা গুরুতর ফৌজদারি মামলা, যেমন - খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ, মহিলাদের বিরুদ্ধে করা অপরাধ ইত্যাদি অপরাধ থাকার কথা জানিয়েছেন। ২০১৬ - র বিধানসভায় গুরুতর ফৌজদারি মামলায় জড়িত বিধায়ক ছিলেন ৯৩ (৩২ শতাংশ)। অর্থাৎ এবারের বিধানসভায় গুরুতর ফৌজদারি মামলায় জড়িত ৭ শতাংশ বিধায়কের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলো। এবারের রাজ্য আইনসভার নিম্নকক্ষের ২৯২ জন সদস্য - সদস্যাদের মধ্যে ১০ জন বিজয়ী সদস্য ঘোষণা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ রয়েছে (আইপিসি সেকশন - ৩০২)। আবার ৩০ জন বিজয়ী সদস্য নির্বাচন কমিশন স্বঘোষিত হলফনামায় ঘোষণা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে (আইপিসি - ৩০৭)। ২০ জন সদস্য ঘোষণা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে মহিলাদের বিরুদ্ধে করা অপরাধের অভিযোগ আছে। এই ২০ জনের মধ্যে ১ জনের বিরুদ্ধে আবার ধর্ষণের অভিযোগে মামলা রয়েছে (আইপিসি - ৩৭৬)।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিশ্লেষিত ২১৩ জন বিজয়ী প্রার্থীর মধ্যে ৯১ জন (৪৩ শতাংশ)। বিজেপির থেকে বিশ্লেষিত ৭৭ জন বিজয়ী প্রার্থীর মধ্যে ৫৫ জন (৬৫ শতাংশ) এবং কালিম্পং থেকে ১ জন বিজয়ী নির্দল সদস্য নিজেদের স্বঘোষিত হলফনামায় জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। আবার তৃণমূল কংগ্রেসের ৭৩ জন (৩৪ শতাংশ), বিজেপির থেকে ৩৯ জন (৫১ শতাংশ)

এবং ১ জন বিজয়ী নির্দল সদস্য স্বঘোষিত হলফনামা জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলা রয়েছে।

এবার আসা যাক, এবারের বিজয়ী বিধায়কদের আর্থিক প্রেক্ষাপটের দিকটি। এবারের ২৯২ জন বিজয়ী সদস্যের মধ্যে ১৫৮ জন সদস্য (৫৪ শতাংশ) কোটিপতি। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচিত ২৯৩ জন বিধায়কের মধ্যে ১০০ জন (৩৪ শতাংশ) ছিল কোটিপতি। দলগতভাবে কোটিপতি বিজয়ী প্রার্থীর স্বঘোষিত হলফনামা বিশ্লেষণে তৃণমূল কংগ্রেসের ২১৩ জনের মধ্যে ১৩২ জন (৬২ শতাংশ), বিজেপির ৭৭ জনের মধ্যে ২৫ জন (৩৩ শতাংশ) এবং ১ জন নির্দল বিজয়ী প্রার্থী ঘোষণা করেছেন তাদের ১ কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে। এবারের বিধানসভায় বিজয়ী ২৯২ জন সদস্যের সম্পদের মূল্যে ৫ কোটি টাকার বেশি বা তার বেশি সম্পদের সদস্য রয়েছেন ৩৭ জন (১৩ শতাংশ), ২ - ৫ কোটি টাকা সম্পদের মূল্যের সদস্য রয়েছেন ৬৫ জন (২২ শতাংশ), ৫০ লক্ষ - ২ কোটি টাকা সম্পদের মূল্যের সদস্য ১১৮ জন (৪০ শতাংশ), ১০ - ৫০ লক্ষ টাকা সম্পদের মূল্যের সদস্য ৫৮ জন (২০ শতাংশ) এবং ১০ লক্ষের কম ১৪ জন (৫১ শতাংশ)। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এবারের বিজয়ী সদস্যদের মাথা পিছু গড় সম্পদ হল ২.৫৩ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, সেখানে, ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচিত বিধায়কদের মাথা পিছু গড় সম্পদ ছিল ১.৪৬ কোটি টাকা। বিজয়ী প্রার্থীদের মাথাপিছু গড় সম্পদ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের ২১৩ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ২.৯৮ কোটি টাকা এবং ৭৭ জন বিজয়ী বিজেপি প্রার্থীর গড় সম্পদ ১.১৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ দুই দলের গড় সম্পদের পার্থক্য ১.৮৫ কোটি টাকা। এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১-এ বিজয়ী সদস্যদের মধ্যে প্রথম তিনজন উচ্চ সম্পদশালী সদস্য হলেন কলকাতা দক্ষিণের কসবা কেন্দ্র থেকে পুনরায় নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আহমেদ জাভেদ খান। কলকাতা উত্তরের জোড়াসাঁকো থেকে প্রথমবার নির্বাচিত সম্মার্গ পত্রিকার সম্পাদক বিবেক গুপ্তা এবং হাওড়ার শিবপুরের থেকে প্রথমবার নির্বাচিত ক্রিকেটার মনোজ তেওয়ারি। এই তিনজনই তৃণমূল কংগ্রেস দলের সদস্য। আবার প্রথম তিন কম সম্পদের অধিকারী সদস্য হলেন বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিজেপি দলের সদস্য নির্মল কুমার ধাড়া। মোট সম্পদ ১,৭০০ টাকা। নদিয়া জেলার নবদ্বীপ থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস দলের সদস্য পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা। মোট সম্পদ ৩০,৪২৩ টাকা। বাঁকুড়া জেলার সালতোড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিজেপি দলের সদস্য চন্দনা বাউরি। তার মোট সম্পদ ৬২,২৯৬ টাকা। এনার প্যান কার্ড নেই। এই তিন সদস্যের কোনও স্থাবর সম্পত্তি নেই। আবার উচ্চ দেনা আছে এমন প্রথম তিন বিধানসভার সদস্য হলেন কলকাতার কসবার জাভেদ আহমেদ খান, কালিম্পং কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত নির্দল সদস্য রুদেল সদা লেপচা এবং কলকাতার বেহালা পূর্ব কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রথমবার নির্বাচিত সদস্য রত্না চট্টোপাধ্যায়। এবারের বিধানসভার ২৯২ জন বিজয়ী সদস্যের মোট ২৮ জনের কোনও স্থাবর সম্পত্তি নেই (শূন্য)। এই ২৮ জনের মধ্যে ১৬ জন তৃণমূল কংগ্রেস দলের সদস্য আর বাকি ১২ জন বিজেপি দলের সদস্য।

অর্থবাজারে আঁতলামি করা চাট্টিখানি কথা নয়

পার্থসারথি গুহ

অর্থ বাজারের ইতিহাসে কোনওদিন কেউ মাতব্বরি করে চলে যাবে তা আজ পর্যন্ত হয়নি। এমনিতে ভারতীয় সূচক বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিদেশিদের অবদান বিশালাকার লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু কখনই তা বাজারের কর্তৃত্ব দখল করতে পারেনি। কারণ পরবর্তী কালে দেখা গিয়েছে এই বিদেশিদের হাত ধরেই বাজার ব্যাপকভাবে পড়ে গিয়েছে। মোদ্দা কথা হল, লগ্নি এখানে কখনই স্থায়ী নয়। বিদেশিদের ভূমিকা এখানে অনেকটা পরিযায়ী পাখির মতো। যখন কোথাও তাঁরা জুড়ে বসেন তখন তা ফুলেফেঁপে উঠলেও আবার নিচে আসতেও তা সময় নেয় না। এঁরা খানিকটা উদ্দীপকের সঞ্চালনা করে থাকেন। যা বাজারের ওঠাপড়ার ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। এবার দেখে নেওয়া যাক শেয়ার বাজার বাড়েই বা কেন, আর পতনের পিছনেই বা এমন কী কারণ থাকে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটা উঠে আসে তাহল ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থান সর্বোপরি বাজারে চাহিদা গড়ে ওঠা। আবার পতনের ক্ষেত্রে ঠিক উলটো দিকটাই সংগঠিত হয়ে থাকে। এখনকার ৫০ হাজারি নিফটি আবারও পতনের মুখ দেখবে ঠিকই। কিন্তু তার আগে পুঁজিপাটা গড়িয়াহাটা হতেই বা কতক্ষণ?

আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার

সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ।

তা সত্ত্বেও শেয়ার বাজারে মাতব্বরি অব্যাহত এক অদ্ভুত দোলাচলের আবহ। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ কামাল করার চেষ্টা করেন আগমার্কা ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে। তবে তা যদি ভিত্তিহীন হয়ে তবে এই অর্থ বাজারের চোরাস্রোতে খড়কুটোর মতো উড়ে যেতেও সময় নেয় না। এই যেমন করোনা আবহে বাজার যে কখন কী করে বসবে তা বোঝা মুশকিল।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের উপসর্গ নিয়ে কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন

প্রধাননগরের বাসিন্দা এক মহিলা ভর্তি ছিলেন।মহিলার ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের উপসর্গ থাকায় তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।রবিবার রাতে পজিটিভ রিপোর্ট আসে।তারপরই ওই মহিলার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেয় মেডিক্যাল বোর্ড। আজই তার অস্ত্রোপচার হবে।

এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ডঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত জানান, ওই মহিলার মধ্যে আগে থেকেই বেশকিছু উপসর্গ ছিল। তা দেখেই মনে হয়েছিল তিনি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে সংক্রমিত। যে কারণে মস্তিষ্কে যাতে সংক্রমণ না ছড়ায় সেকারণেই তড়িঘড়ি করে অপারেশন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডাক্তারেরা।

নকশালবাড়িতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৬৭ সালের ২৫ মে নিজেদের অধিকার রক্ষা করার জন্য উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে আন্দোলন শুরু করেছিল কৃষকেরা। এদের বিরুদ্ধে পুলিশি হত্যার অভিযোগ উঠেছিল । এরপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায় যার ফলে অনেক কৃষক মারা যায়, শুধু তাই নয় তাদের রমণী ও শিশুরাও মারা যায়। এরপর অনেকদিন গড়িয়েছে পরিস্থিতি অনেকটাই পরিবর্তিত এখন, অধিকারবোধের দাবানলের আগুন এখন অনেকটাই শান্ত। এক সময় বাম দুর্গের শক্ত ঘাঁটি রূপে পরিচিত ছিল নকশালবাড়ি। এখন আরএসএস নকশাল বাড়িতে জোরদার সংগঠন গড়ে তুলেছে। কিছু বছর আগে অমিত শা নকশাল বাড়িতে এসেছিলেন। ২০১৪ সালে বিজেপির প্রাক্তন সংসদ আলুওয়ালিয়া নকশালবাড়ি সার্বিক উন্নয়ন

করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু নকশালবাড়ির এখনো পর্যন্ত সার্বিক উন্নয়ন হয়নি। এখনো নকশালবাড়ির বিভিন্ন প্রান্ত তে দেখা যায় অনুন্নয়নের ছবি। এখানকার বাসিন্দারা উন্নয়নের পথ চেয়ে বসে আছেন। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচন এ সিপিআইএম লিবারেশন ফাঁসি দাওয়াতে তাদের প্রার্থী দিয়েছিল, কিন্তু একসময় সিপিআইএম লিবারেশন আর শক্ত ঘাঁটি রূপে পরিচিত নকশাল বাড়িতে তাদের কোনো প্রার্থী দেননি কারণটা কারোর জানা নেই।

চালু হল অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৃষ্টি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চালু হল শববাহী যান ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা।এদিন ফিতে কেটে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব। দেশজুড়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। পাশাপাশি মৃত্যু সংখ্যাও বেড়েছে।এই পরিস্থিতিতে করোনা আক্রান্ত রোগীদের স্বল্প খরচে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়ার

উদ্যোগ নিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সৃষ্টি ফাউন্ডেশন। মঙ্গলবার সংস্থার পক্ষ থেকে দুটি শববাহী যান ও একটি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হল। গৌতম দেব বলেন, সংগঠনের তরফে স্বল্প খরচে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়া হবে। সাথে ওষুধ ও শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে করোনা আক্রান্ত রোগীদের। তবে তারা যেন নিঃশুল্ক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেয়, সেবিষয়ে কথা বলবো।

মানুষ মানুষের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার দ্বিতীয় ঢেউ রুখতে পথে নামলেন শর্মা দম্পতি, করোনা নিয়ে সচেতনতা থেকে শুরু করে,মাস্ক বিতরণ, দুঃস্থদের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া। এমনকি অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়েও ছুটছেন জলপাইগুড়ির শর্মা দম্পতি।

জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া দিশারী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের কর্ণধার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী শান্তনু শর্মা করোনা অতিমারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের শুরুর থেকে ১টা মাত্র অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে অক্সিজেন পরিষেবা দিবা রাত্রি দিয়ে চলছেন, সঙ্গে ট্রেনি নার্স রাহুল, ও সুস্মিতা সরকার সহযোগিতা করেন তাদের শান্তনু স্যারকে।তারপরেও সমাজসেবী শান্তনু শর্মাকে রাত বেড়াতে ছুটতে হয় বিভিন্ন জায়গায় সে সময় শান্তনু শর্মার স্ত্রী অনুস্মিতা শর্মা PPE পরে শান্তনু শর্মাকে সহযোগিতা করে থাকেন। অনুস্মিতা

দেবী জানান স্বামীর সঙ্গে এই সময় এই ভাবে মানুষের পাশে থাকার প্রচেষ্টা মাত্র। শান্তনু শর্মা জানান, কোনো সহৃদয় ব্যাক্তি বা সংগঠন যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে আরও বেশি অক্সিজেন সেবা দেওয়ার সম্ভব হবে। পাশাপাশি কনটেনমেন্ট জোন বাড়িগুলিতে কিছু খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও স্যানিটাইজ করার প্রক্রিয়া চলছে।

স্থলবন্দর চালু শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবশেষে শিলিগুড়ি সংলগ্ন এনজিপি এর ভোলা মোড়ে অবস্থিত স্থল বন্দরে বৃহস্পতিবার থেকে আমদানি এবং রপ্তানির কাজ শুরু হলো। বৃহস্পতিবার দিন বারো কামরার রেক কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয় । দুই হাজার কুড়ি সালে স্থল বন্দর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলেও বিভিন্ন সরকারি নিয়মের আইনি জটিলতায় কাজ শুরু করা যায়নি। অবশেষে বৃহস্পতিবার দিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমদানি রপ্তানির কাজ শুরু হলো এই স্থল বন্দর থেকে। স্থলবন্দর এর ম্যানেজার জানান আপাতত প্রতিদিন দুটি করে রেল আমদানি রপ্তানির উদ্দেশ্যে চালু থাকবে । ভবিষ্যত এ আমদানি রপ্তানির জন্য রেল এর সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে।

ত্রাণ শিবিরের খাবারে মাছ, মাংস না পেয়ে তুলকালাম

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ত্রাণ শিবিরে খাবারের সাথে কেন মাছ মাংস নেই? এমন দাবি তুলে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন তিনজন। বর্তমানে জখমরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ২ নম্বর রাণিগড় এসএসকেএম স্কুলের ত্রাণ শিবিরে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবনের উপর আছড়ে পড়তে চলেছে যশ নামক সাইক্লোন ঝড়। আর সেই ঝড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সরকারি উদ্যোগে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল বিভিন্ন এলাকায়। যেখানে অসহায় মানুষজন আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। ঠিক তেমনই বাসন্তী ব্লকের জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর রাণিগড় এসএসকেএম স্কুলের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলে এলাকার বেশ কিছু মানুষ।

সাইক্লোন ঝড় হয়নি। হয়েছে

জলোচ্ছ্বাস। তাতেও বাসন্তী ব্লক সহ সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় ব্যাপক হারে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।ওই ত্রাণ শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশ লোকজন বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। এদিন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়ে থাকা সাহজাহান সেখ,আমিন উদ্দিন লস্কর, রাজ্জাক লস্কর, কালাম সেখ'রা দাবি করতে থাকেন ত্রাণ শিবিরে মাছ মাংস রান্না করে তিন টাইম খেতে দিতে হবে। আর এমন কথায় প্রতিবাদ করেন উমির আলি, জামীর আলি, আক্তার সেখ'রা। অভিযোগ সেই সময় প্রতিবাদীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইট ছুঁড়ে বেধড়ক মারধর করে। এমন কি তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলে ছুরি দিয়ে কানে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজন লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন গুরুতর জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে তাদের অবস্থা আশাঙ্কাজন হলে তিন জনকেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। এ বিষয়ে আক্রান্তরা বাসন্তী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। যদিও ঘটনা অভিযুক্তদের এখনও পর্যন্ত আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা।

প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সুন্দরবন থেকে বেরিয়ে এল বাঘ,হরিণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবাদে আছে রাখে হরি মারে কে?' সেই প্রবাদ বাক্য আরও একবার প্রমাণিত হল। যশ নামক ঝড় ও প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জলে স্রোতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে ভেসে বেরিয়ে এল হরিণ। আবার সুন্দরবনের প্রায় সমস্ত নদীর বাঁধ ভেঙে জলোচ্ছ্বাসে আস্তানা হারিয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল বাঘ। দুটি ঘটনা ঘটেছে বুধবার দুপুরে। পাখিরালয় জঙ্গল থেকে নদীতে ভেসে এল হরিণ আর অপর দিকে কুলতলির মৈপিঠ এলাকায় বেরিয়ে পড়লো বাঘ। এদিন সকাল থেকেই ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। একদিকে পূর্ণিমার ভরা কোটাল আর অপর দিকে যশ এর তান্ডব। দুইয়ের মাঝে পড়ে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষ থেকে পশু পাখি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে আস্তানা হারিয়ে নদীর জলে ভেসে আসে একটি হরিণ। মুহূর্তে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হরিণটিকে উদ্ধার করে বারুইপুর পুলিশ জেলার গোসাবা থানার পুলিশ। বর্তমানে হরিণটি সুস্থ রয়েছে। অক্ষত অবস্থায় হরিণটিকে সুন্দরবন ফরেষ্ট রেঞ্জের হাতে তুলে দিয়েছে গোসাবা থানার পুলিশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কমলে হরিণটিকে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে যশ আছড়ে পড়ে তছনছ করে দিয়েছে সমগ্র সুন্দরবন। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জলমগ্ন সুন্দরবনের জঙ্গলের বিভিন্ন দ্বীপ এলাকা। জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে বাসন্তী, গোসাবা,জীবনতলা ও ক্যানিংয়ের অধিকাংশ এলাকা

প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোসাবার কুমীরমারী, সাতজেলিয়া,

পাঠানখালি, আমতলি, বেলতলি, বিপ্রদাসপুর, বালি, আমলামেথী, সজনেখালি, পাখিরালয়, বাসন্তীর চুনাখালি, রামচন্দ্রখালি, হাড়ভাঙা। ক্যানিংয়ের মাতলা ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, ডাবু, নিকারীঘাটা, গোলাবাড়ি, রেদোখালি, জয়রামখালী সহ জীবনতলার আঠারোবাঁকি, হেদিয়া ও মৌখালি এলাকায়। ঝড় মাথায় নিয়ে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক এদিন সকালে মাতলা নদীর তীরে শ্যামাপ্রসাদ কলোনিতে হাজির হয়। সেখালে মাতলা নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দুশো বাড়িঘর জলের তলায়। সেখানে বিধায়ক নিজেই উদ্যোগ নিয়ে দুর্গতদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি আশ্রয় কেন্দ্রে রেখেছেন। তাদের থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন।

অন্যদিকে নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ বাঁচাতে এক ছুটে লোকালয়ে ঢুকে পড়লো বাঘ। ঘটনাস্থল কুলতলি থানার অন্তর্গত মৈপিঠ এলাকা। একে ঝড়ের দাপট, তার উপর দোসর হয়েছে বাঘের আতঙ্ক। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বুধবার সকালে বাঘকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন কয়েকজন গ্রামবাসী। তখনই ঘটনার কথা বনদফতরকে জানানো হয়। ঘটনাস্থলে বনদফতরের কর্মীরা হাজির হলেও বাঘের দেখা মেলেনি। তবে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া গিয়েছে।এলাকার মানুষজন রয়েছেন আতঙ্কে।

সযত্নে সাজানো চাঁদের বিল ঝড়ের রোষে রক্ষা পাওয়ায় স্বস্তিতে মন্ত্রী

দেবাশিস রায় : সযত্নে সাজানো চাঁদের বিল যশ রোষ থেকে রক্ষা পাওয়ায় স্বস্তিতে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বিধ্বংসী সাইক্লোন যশ বুধবার দিনভর দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে ভয়ংকর তাণ্ডব চালালেও ছবির মতো সুন্দর বিশাল এই জলাভূমির কোনওপ্রকার ক্ষতি করতেই পারেনি। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দিনকতক ধরে চলা চরম উৎকণ্ঠার অবসান হল বলা যায়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম সেরা পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে সম্প্রতি যে নামটি উঠে এসেছে সেটি হল চাঁদের বিল। জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন কোবলা–বাঁশদহ এলাকায় অবস্থিত সুবিশাল এই বিলটিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে এলাকার ভূমিপুত্র তথা বিধায়ক এবং রাজ্যের প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের দূরদৃষ্টি, সুপরিকল্পনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। তিনিই দীর্ঘদিন ধরে তিল তিল করে এই সুবিশাল জলাভূমিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সাজিয়ে তুলছেন। সুবিস্তৃত জলাভূমির চারিপাশে ঢালাই রাস্তার কোল ঘেঁষে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা আর গাছগাছালির মেলা। বিলের টলটলে জলে ভেসে বেড়ায়

হাঁস, মাছরাঙা, পানকৌড়ির দল। কিনারায় সার দিয়ে বাঁধা রঙচঙে নৌকাগুলি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। মন চাইলেই শান্ত জলরাশির বুকে নৌকাবিহারের নৈসর্গিক আনন্দে মেতে ওঠা যায়। এমনকি, বিলের বুকে নির্মিত অতিথি নিবাসে আয়েশে একটা রাত কাটিয়ে শহুরে ব্যস্ততাকে ভুলেও থাকা যায়। এমনই সুন্দর এই চাঁদের বিল।

কিন্তু,যশ নামে বিধ্বংসী সাইক্লোনকে ঘিরে দিনকতক ধরে রাজজুড়ে যে চরম উৎকণ্ঠার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার বাইরে ছিল না জেলার এই পর্যটন ক্ষেত্রও। বলা ভালো নিজের হাতে সযত্নে সাজানো চাঁদের বিল যশের রোষ থেকে রক্ষা পাবে কিনা সেই আশংকায় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ কার্যত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। সাইক্লোনের তাণ্ডব শুরুর বেশ খানিকটা আগেভাগেই বিলের পাড়ে নৌকাগুলো বেঁধে রাখার কাজের তদারকি নিজেই করেন। পাশাপাশি অতিথি নিবাস, ফুলবাগান, রাস্তার আলোকসজ্জার খুঁটি, সেতু প্রভৃতি পরিকাঠামোগুলিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশে সুপার সাইক্লোন বিষয়ে সচেতনতার বার্তাও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শেষমেশ জেলাজুড়ে এই সাইক্লোনের কারণে সামগ্রিকভাবে উল্লেখযোগ্য প্রভাব না পড়ায় স্বস্তিতে মন্ত্রী সহ প্রশাসনিক কর্তাগণ। তবে, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দিনকতক ধরে দফায় দফায় মাঝারি বৃষ্টি সহ ঝোড়ো আবহাওয়ায় কিছু কৃষিক্ষেত্রে যেমন ক্ষতি হয়েছে পাশাপাশি স্বাভাবিক জনজীবনও খানিকটা ব্যহত।

টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রায়দীঘিতে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। মদ খাওয়ার টাকা না পেয়েই স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃতার নাম সবিতা মুণ্ডা(২৮)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে রায়দীঘি থানার উত্তর কুমোপা।য়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী প্রদীপ মুণ্ডা পলাতক। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দশ বছর আগে মৈপীঠের নগেনাবাদ মুন্ডা পাড়ার বাসিন্দা সবিতার সঙ্গে রায়দীঘির প্রদীপের দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছিল। প্রদীপ দিনমজুরের কাজ করে। মৃতার পরিবারের লোকজন বলেন, নিত্য অশান্তি ছিল সংসারে। শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হত স্ত্রীকে। মদ খাওয়ার টাকা নিয়ে অশান্তি লেগে ছিল। স্ত্রী ১০০ দিনের কাজে কাজ করত, সেই টাকা পাওয়ার জন্য চাপ দিত স্বামী। এদিন মদ খাওয়ার টাকা বারবার চেয়ে না পাওয়ার কাঠের মুগুর দিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করে খুন করে স্বামী। আর তাতেই মৃত্যু ঘটে ওই গৃহবধূর।

দুয়ারে অক্সিজেন সোনারপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার করোনা রুগীদের অক্সিজেনের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এবার দুয়ারে অক্সিজেন প্রকল্পের শুভ সূচনা করলেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়িকা ও অভিনেত্রী লাভলী মৈত্র। রবিবার সোনারপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়। যার শুভ সূচনা করেন অভিনেত্রী বিধায়ক নিজেই। মোট ১০টি অক্সিজেন সিলেন্ডার,ভ্যাপার মেশিন ও অক্সি মিটার সমন্বয়ে জনহিতকর এই কাজে ব্রতী থাকবেন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বরা। পরিষেবা পাবে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সকল সাধারণ মানুষ। যাঁদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে তাঁরা ট্রোল ফ্রি নম্বরে ফোন করলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অক্সিজেন দেওয়া হবে বলে জানান লাভলী মৈত্র। পাশাপাশি তিনি আর জানান ডাক্তারের পরামর্শে যদি কোন রুগীর অবস্থার অবনতি হয় তাহলে পরামর্শ মত তাকে হসপিটালে চিকিসারও ব্যবস্থা করা হবে। স্বাভাবিক ভাবে বিধায়কের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

'আয়লা' থেকে 'যশ'

প্রথম পাতার পর

সেই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ শিবির চলছে। এখনও বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে আছে। ত্রাণ নিয়ে কিছু কিছু সমস্যাও আছে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী পূজালী ও ডায়মন্ড হারবারে ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যশের ল্যান্ড ফলের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমাদের রাজ্যে যশের প্রভাবে এক কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। ১৩৪টির বেশি নদী বাঁধ ভেঙে গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের ৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানান।

প্রসঙ্গত, আমফানের থেকে শিক্ষা নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসক যশকে রুখতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এনডিয়ারএফ, এসডিআরএফ এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা খুব ভালো কাজ করেছেন। তবে সুন্দরবন এলাকায় এখনও যে নদীবাঁধ একটা বড় সমস্যা তা নতুন করে আবারও প্রমাণিত হল। আয়লা এসেছিল ২০০৯ সালে। এরপর এক যুগ কেটে গেলেও, নদী বাঁধের যে বেহাল অবস্থা ফুটে উঠল, তা নতুন করে রাজ্য সরকারকে চিন্তা–ভাবনা করতে হবে।

করোনায় মৃত চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আক্রান্ত হয়ে রবিবার গভীররাতে দুর্গাপুর এক বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান সিউড়ি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক অতনুশঙ্কর দাস! স্ত্রী, দুই সন্তান করোনা আক্রান্ত! করোনা আক্রান্ত হয়ে সোমবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর এক বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান বীরভূম জেলা পুলিশের ডিএসপি (ট্রাফিক) দীপঙ্কর বক্সী! করোনা থেকে সুস্থ হয়েও রবিবার ভোরে কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মারা গেলেন নলহাটি প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা এবারের নির্দল প্রার্থী মঈনুদ্দিন শামস! বীরভূম জেলায় প্রতিদিন করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে তবুও মানুষজন রাস্তাঘাটে মাস্ক ছাড়া ঘুরছে!

দুয়ারে চলমান চেম্বার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উপহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে সিউড়ি শহরে চালু হলো চলমান চেম্বার ! আস্ত একটা টোটো পৌঁছে যাচ্ছে অসুস্থদের বাড়িতে ! বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে! টোটোর এই আস্ত চলমান চেম্বারে নেবুলাইজার, থার্মাল গান, মাস্ক, বিপি মেশিন, পিপিই কিট,অক্সিজেন সিলিন্ডার,অক্সিমিটার, স্যানিটাইজার সহ প্রয়োজনীয় ওষুধ ছাড়াও থাকছেন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক প্রিয়ন্ত সরখেল, সিউড়ি সদর হাসপাতালের চিকিৎসক জিষ্ণু ভট্টাচার্য! উপহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নাম্বারে ফোন করলেই বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে এই চলমান চেম্বার! উদ্যোক্তা প্রিয়নীল পাল বলেন, আপাতত সিউড়ি শহরে প্রতিদিন দশজন রোগীর বাড়িতে গিয়ে এই 'চলমান চেম্বারে'র মাধ্যমে চিকিৎসা করা হচ্ছে! হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ৯৪ বছর বয়সী বাবাকে নিয়ে সমস্যায় পড়েন সিউড়ি শহরের বাসিন্দা চিনপাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যুৎকুমার মজুমদার !

উপহার সংস্থার নাম্বারে ফোন করলে চলমান চেম্বার বাড়িতে এসে ২২ মে সন্ধ্যায় বাবার চিকিৎসা করে যায় বলে জানান বিদ্যুৎবাবু! বিদ্যুৎবাবু বলেন, সমাজ থেকে ভালো এখনও নির্মূল হয়ে যায় নি 'চলমান চেম্বার' – তারই জ্বলন্ত উদাহরণ! কোভিড পরিস্থিতিতে এইধরণের পরিষেবা সত্যিই অভাবনীয়! চলমান চেম্বার পরিষেবাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সিউড়ি শহরের বাসিন্দারা!

ভরা কোটালের জলোচ্ছ্বাসে ভাসছে কুলতলি ও রায়দীঘির গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইয়াস ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনের কুলতলি, রায়দীঘিকে কাবু করতে না পারলেও পূর্ণিমার ভরা কোটালের জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে দিয়ে গেল কুলতলি ও রায়দীঘির একাধিক গ্রামকে। ভেসে গেল চাষের জমি,পুকুর, মাটির বাড়ি। বুধবারের পরে বৃহস্পতিবার সকালেও ভরা কোটালের জলে এই দুই বিধানসভার একাধিক জায়গা প্লাবিত। মাতলা নদীর প্রবল স্রোতের টানে বুধবারের থেকেও বেশি ভেসে গেল কুলতলির দেউলবাড়ির বিস্তীর্ন অঞ্চল। নোনাজল ঢুকে বাড়ি ঘর ভেঙে দেবার পাশাপাশি চাষের জমি ও পুকুরে ঢুকে পড়ায় চাষ শেষ হয়ে গেল এই সব এলাকায়। বৃহস্পতিবার দেউলবাড়ি পরিদর্শনে এলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা ,জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস সহ কুলতলির বিধায়ক গণেশ মন্ডল। তাঁরা কথা বললেন এলাকার মানুষের সঙ্গে। গত কয়েক দিন ধরে কুলতলির বহু এলাকায় পড়ে থেকে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে চলেছেন কুলতলির বিধায়ক গণেশ মন্ডল। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ও রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা রায়দীঘির নগেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীধরপুর ঘোষ পাড়া, সামন্ত পাড়া, নন্দকুমারের ছাট্টিয়া, নারাণপুর সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শন করলেন। বৃহস্পতিবার সকালের ভরা কোটালের জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়েছে নারাণপুরের একাধিক বাড়ি। জলের তোড়ে ভেসে গোছে রাস্তা, জলমগ্ন ফিশারি, পুকুর সহ একাধিক জায়গা। সরকারি আধিকারিকদের দেখা না পেয়ে এই এলাকার মানুষ নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে মাটির বস্তা, টিন, প্ল্যাস্টিক, খড় দিয়ে জল আটকানোর চেষ্টা করে চলেছে। এ দিন রাতের বেলায় আবার জোয়ার আসবে। তারপরে শুক্রবার ও শনিবার ভরা কোটাল আছে। আর তাই ওরা কী ভাবে ওদের গ্রাম কে রক্ষা করবেন ভেবে কূল খুঁজে পাচ্ছে না। সেচ আধিকারিকদের এই এলাকায় দেখতে পাওয়া গোল না এ দিন। নিজেদের গ্রামকে বাঁচাতে তাই নিজেরাই ভরসা। শ্রীধরপুর সামন্ত পাড়া, ঘোষ পাড়া সহ আশেপাশের চার পাঁচটি গ্রাম ঠাকুরান নদীর জলের ভেসে গেছে। নৌকা চালিয়ে এই সব এলাকার মানুষকে এক দিক থেকে আরেক দিকে যেতে হচ্ছে। গবাদি পশু থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সমস্যায়। বাড়িঘর ডুবে যাওয়ায় পাশের স্কুলে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিল বুধবার। বৃহস্পতিবার জলের টানে সে স্কুলও ডুবে গোল। না খেতে পেয়ে, পানীয় জল না পেয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এই সব এলাকার বহু মানুষ। সরকারি ত্রাণ অপ্রতুল সুন্দরবনের বহু এলাকায়। রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা বলেন, পানীয় জলের প্যাকেট পাঠানো হয়েছে। চিড়ে গুড় দেওয়া হয়েছে। রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতির এই তান্ডব লীলায় বড়ই অসহায় সুন্দরবনের এই সব মানুষ গুলো।

ঘূর্ণিঝড়ের দাপট হাওড়ায়

সঞ্জয় চক্রবর্তী : ইয়াস এর ভয়ে হাওড়ার জনপথ কার্যত শুনশান হয়ে পড়ে। একে তো করোনা মহামারি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার মৃত্যু মিছিলে, তার সাথে লকডাউন আবার এই দানবের মত আছড়ে পড়লো ইয়াস। এ যেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা। করোনা'র প্রভাবে মানুষ হারিয়েছে কাজ। অর্থে পড়েছে টান। ঘরে লক্ষীর হাঁড়ির অন্ন বাড়ন্ত। কাজেই সাধারণ মানুষ সংসার চালাতে দিশেহারা। এই পরিস্থিতিতে এই ঘূর্ণি ঝড় ইয়াস মানুষের মনে নতুন আতঙ্কের সৃষ্টি করল। গত বছর আমফান আসে বুধবার আর ইয়াসও এলো সেই বুধবার। বহু মানুষ কর্মহীনের সাথে গৃহহীন হয়ে পড়ল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে অবশ্য এই ইয়াস এর বিষয় আগেই সর্তকবাণী দিয়েছে। প্রশাসনও পুর্বের আমফান থেকে শিক্ষা নিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এর মোকাবিলায় সজাগ দৃষ্টি রাখে। দুর্গত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ায়। নিরাপদ জায়গায় সকলকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে সব রকমভাবে তাদের সাহায্যে করা হয়। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো কারোর হাতে থাকেনা। তাই এই ইয়াস–এর প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণের নিয়েই সকলের চিন্তা। হাওড়ায় অবশ্য আবহাওয়া দপ্তর ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়, ইয়াসের প্রভাবে সে ভাবে তান্ডব না হলেও তার প্রভাবে ঝরো হাওয়া সাথে মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টির সম্ভবনার কথা। যদিও ইয়াসে এই ভয়ংকর তান্ডবের কথা মাথায় রেখে ও আমফান থেকে শিক্ষা নিয়ে হাওড়ার সমস্ত ব্লক স্তরে নেওয়া হয় আগাম বিশেষ সর্তকতা। হাওড়া জগৎবল্লভপুর সহ সমস্ত ব্লকস্তরে আগে থেকেই মাইক ক্যাম্পিং করে সর্তক করা হয়। দুর্গতদের স্কুল কিম্বা সরকারি দপ্তরে রাখার ব্যাবস্থা করা, তাদের

খাওয়া দাওয়া ব্যাবস্থা করা হয়। হাওড়ায় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল থেকেই বৃষ্টি ও ঝরো হাওয়া বয়ে যায় রাতে বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়। বুধবার সকাল থেকেই দফায় দফায় ভারি বৃষ্টি প্রবল ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেলেও বিকালের দিকে কিছুটা আবহাওয়ার উন্নতি হয়। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবারেও দফায় দফায় বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়। তবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জগবল্লভপুর ব্লকের মধ্যে যতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে তার মধ্যে এই ইয়াসের প্রভাবে এখনও পর্যন্ত কোনো বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে ঝড় বৃষ্টির জেড়ে লোডশেডিং এর মুখে পড়তে হয় সকলকে, পরে অবশ্য ঠিক হয়ে যায়। এটাই হাওড়া তথা জগৎবল্লভপুর ব্লকের মানুষের কাছে বড় স্বস্তির কারণ। যদিও পূর্ণিমার ভরা কোটাল তার সাথে ইয়াস এর প্রভাবে হাওড়া উলুবেড়িয়া কালী বাড়ি এলাকায় গঙ্গার জল ঢুকে পড়ায় কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ার খবর পাওয়া যায়। যাই হোক হাওড়াবাসী এই ইয়াস এর সরাসরি তান্ডবলীলা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল। তবে আমফান থেকে শিক্ষা নিয়ে যেভাবে ইয়াস এর মোকাবিলায় প্রশাসন তৎপর ছিল তাতে সকলেই খুশি। এখন দেখার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় নদী বাঁধ এলাকায় সুন্দরবনের দুই বিধায়ক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি:এক মাস হয় নি বিধায়ক হয়েছেন ওনারা। অথচ বিধায়ক হবার পর দিন থেকে করোনা মোকাবিলার পাশাপাশি এবার যশ ঘূর্ণিঝ। মোকাবিলায় মাঠে নেমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন সুন্দরবনের দুই বিধায়ক। মঙ্গলবার বেলায় রায়দিঘির মণি নদীতে জলোচ্ছাস বাড়তেই এলাকায় ছুটে গেলেন বিধায়ক, কুলতলিতে বিধায়ক দুর্গতদের খাবার পৌঁছে দিলেন। যশ ঝড়ের মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নামলেন রায়দিঘি ও কুলতলির বিধায়ক। পূর্ণিমার কোটালের জেরে নদীর জলোচ্ছাস বেড়ে যাওয়ার খবর আসতেই এলাকায় ছুটলেন রায়দিঘির বিধায়ক। আবার কুলতলিতে ফ্লাড সেন্টারে দুর্গতদের খাবার পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নদীর বাঁধ দেখতে গেলেন বিধায়ক। মঙ্গলবার বেলায় রায়দিঘির

নন্দকুমারপুর, কঙ্কণদিঘি এলাকায় মনি নদীতে জলোচ্ছাস বাড়তেই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে খবর আসে মনি নদী বাঁধ সংলগ্ন মাছের ভেড়ি কিছুটা ভেঙে গিয়েছে। খবর পেয়েই বিধায়ক চিকিৎসক অলোক জলদাতা, মথুরাপুর ২ নং ব্লকের বিডিও রিজওয়ান আহমেদ, সেচ দপ্তরের আধিকারিক, রায়দিঘি থানার আইসি অপূর্ব ঘোষকে নিয়ে ছুটে যান এলাকায়। জরুরি ভিত্তিতে এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত সরানোর নির্দেশ দেন তিনি। এরপরেই নন্দকুমারপুর, কুমড়োপাড়া এলাকায় ফ্লাড সেন্টারে গিয়ে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অসুবিধার কথা শোনেন। সকাল থেকে কোনও খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা তাও পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে খোঁজ নেন। দুর্গতদের খাবার নিজের হাতে পরিবেশন করেন। পরে ব্লক অফিসে অতিরিক্ত জেলা শাসক, বিডিও, সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা সেরে নেন পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে। এদিন তিনি বলেন, প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। কোন নদী বাঁধ ভাঙেনি। জলোচ্ছাস বেড়েছে নদীতে। নিজে মনিটরিং করছি পরিস্থিতির। অন্যদিকে, কুলতলির বিধায়ক গনেশ মণ্ডল এদিন ১০০টির মত ফ্লাড সেন্টারে গিয়ে দুর্গতদের হাতে খাবার পৌঁছে দিলেন। পরে নদীতে জলোচ্ছাসের খবর আসতেই মৈপীঠ, দেউলবাড়ি, কৈখালি এলাকায় বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারি,আই সি অর্ধেন্দু দে সরকার সহ আধিকারিকদের নিয়ে জায়গা পরিদর্শন করে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ঝড়ের মোকাবিলায় নিজে ২৫০ জনের টিম করেছেন বিধায়ক। প্রতিটি পঞ্চায়েতে এই টিম রাখা হয়েছে। যে জায়গায় বাঁধের অবস্থা খারাপ দ্রুততার সঙ্গে এই টিম কাজ করছে। বিধায়ক বলেন, নিজে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। কোথাও কোনও ভাবে মানুষকে বিপদে পড়তে দেব না। মানুষের পাশে থেকে যশ ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা করে যাবো। নতুন বিধায়কদের এই ভূমিকায় খুশি সুন্দরবন এলাকার মানুষ জন।

যশ এর তান্ডবে অন্য ভূমিকায় কবি ফারুক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত দিনে আয়লা, ফণি, বুলবুল এর মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে আমফানের সময় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সমাজসেবী তথা সুন্দরবনের কবি ফারুক আহমেদ সরদার। তবে এবার যশ ও করোনা ভাইরাসের দাপট। দুইয়ের জাতাকলে পড়ে চরম সমস্যায় সাধারণ মানুষ। সুকান্ত কলেজে আশ্রয় নেওয়া দুর্গতদের জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেছিল স্থানীয় পঞ্চায়েত, প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর।

নদীতে জলোচ্ছ্বাসের তান্ডবে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সমগ্র সুন্দরবন এলাকা। আগে ভাগেই চরম সতর্কতার জন্য প্রচুর মানুষ ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তেমন ভাবে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভাঙনখালির সুকান্ত কলেজে যশের তান্ডব থেকে বাঁচার জন্য আগে ভাগেই এলাকার প্রায় হাজার খানেক মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদিকে যশের দাপট আর অপর দিকে মহামারী

হাজার খানেক দুর্গত মানুষ যখন যশের আতঙ্কে প্রহর গুণছেন, তখনই দুর্গতরা করোনা মহামারী আতঙ্ক ভুলে গিয়ে মাস্কহীন ভাবে উদভ্রান্তের রাত কাটাতে ব্যস্ত। ঠিক সেই মুহূর্তে বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে হাজির হলেন সুন্দরবনের কবি ফারুক। তিনি ওই আশ্রয় কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যান। সেখানে দুর্গত মানুষের হাতে তুলে দেন মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান। এবং করোনা মহামারী সম্পর্কে সচেতনতা করেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যের সময় সুন্দরবনের সমাজসেবী তথা কবি ফারুকের এমন সচেতনতার উদ্যোগে খুশি দুর্গত মানুষজন।

উন্নতি হচ্ছে কলকাতার নিকাশির

বরুন মণ্ডল : অতি প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ও সিজিগি অবস্থানের ফলেই (এই সময়ে জোয়ার অতি প্রবল হয় এবং সাধারণ জোয়ার অপেক্ষা ২০ শতাংশ জল বেশি ফুলে ওঠে) হুগলি নদীতে জলস্তর স্বাভাবিকের তুলনায় ১৭.২৫ ফুট উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৬ মে উওর, দক্ষিণ কলকাতা ও কলকাতা বন্দরের কিছু অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ভরা জোয়ারের জন্য বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত কলকাতাস্থিত লকগেটগুলি বন্ধ রাখতে হয়েছে। ফলে ওই সময়টুকু জলটা জমে যায়। ২০১০ – এর পর বিশেষ করে ২০১৫ – র পর কলকাতায় জলনিকাশি ব্যবস্থাপনার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে বলে জানান কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসকমণ্ডলীর নিকাশি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য তারক সিং। তিনি জানান, ২০১০–'১৫ এই পাঁচ বছরে কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি নালা থেকে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার মেট্রিকটন পলি নিষ্কাশন করা হয়েছে এবং গত পাঁচ বছরে ২০১৫ – '২০ তে ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার মেট্রিকটন বহু পুরাতন কঠিন পলি কেটে বার করে তোলার ফলেই উত্তর ও মধ্য কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি নালার জলধারণ ক্ষমতা প্রভূত বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতায় আগের ৬ মিলিমিটারের পরিবর্তে বর্তমানে ঘন্টায় ১৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও কলকাতার কোথাও জলমগ্ন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। নিকাশি নালার জলধারণ ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। পাম্পিং স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন নিকাশি নালা পরিষ্কারে অটোমেটিক গালিপিট (১ ফুট ৯ ইঞ্চি ফোকরে) এম্পটিয়ার মেশিন, জেটিং কাম সাকশন মেশিন, ব্রো-ভ্যাক মেশিন, ম্যানহোল ডিসিল্টিং মেশিন, পাওয়ার বাকেট মেশিন, ওপেন নালা ডিসিল্টি মেশিন, সেট পাওয়ার বাকেট মেশিন ইত্যাদি

মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে।

পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর আবর্তনকালে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করে। এটাই সিজিগি অবস্থান নামে পরিচিত। এই সময়ে জোয়ার অতি প্রবল হয় এবং সাধারণ জোয়ার অপেক্ষা ২০ শতাংশ বেশি ফুলে ওঠে। এটাই ভরা কোটাল বা ভরা জোয়ার নামে পরিচিত। বুধবার ২৬ মে অতি প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের সঙ্গে দোসর হয়েছে এই সিজিগি অবস্থান। এদিন হয়েছে পূর্ণিমার ভরা কোটাল বা ভরা জোয়ার। এবারের বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে সিজিগি অবস্থানে পৃথিবী থাকে চাঁদ ও সূর্যের ঠিক মাঝখানে (প্রতিযোগ)। এই অবস্থায় চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার প্রবল আকার নেয় এবং বিপরীত অংশে কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাব ও সূর্যের আকর্ষণেও জোয়ার প্রবল আকার ধারণ করে। হুগলি নদীর জল আদিগঙ্গা দিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় জোয়ারের জল ঢোকে। তবে কপাল ভালো পূর্ণিমা ছিল যদি অমাবস্যা হলে পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের সংযোগ অবস্থান হতো। অমাবস্যা তিথিতে সিজিগি অবস্থানে চাঁদ থাকে পৃথিবী ও মাঝখানে (সংযোগ)। এই অবস্থায় পৃথিবীর যে অংশে চাঁদের আকর্ষণ বল কাজ করে সেখানেই সূর্যের আকর্ষণ বল কাজ করে। ফলে জল অতি প্রবল আকারে ফুলে ওঠে এবং জোয়ার অতি প্রবল আকার নেয়। পূর্ণিমার ভরা কোটাল অপেক্ষা অমাবস্যার ভরা কোটাল অনেক তেজি হয়। ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ২৭ মে রাজ্য জুড়ে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। যা সাম্প্রতিক অতীতে হয়নি। এদিন সন্ধে পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় আলিপুরে ১১৩.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে ছবি 'ডিকশনারি'

ড. শঙ্কর ঘোষ : ব্রাত্য বসু মূলত নাটকের মানুষ। এই মুহূর্তে এক স্বনামধন্য নাট্যকার। নাট্য অভিনেতাও বটে। পাশাপাশি তিনি ইতিমধ্যে কয়েকটি ছবি পরিচালনা করেছেন। কয়েকটি ছবিতে তিনি মনে রাখার মতো অভিনয়ও করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'ডিকশনারি'। এখানে তিনি শুধুই পরিচালক। পাশাপাশি তিনি এবং উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মিলে ছবিটির সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ছবির কাহিনি তিনি গ্রহণ করেছেন বুদ্ধদেব গুহ'র দুটি ছোটগল্প 'বাবা হওয়া' এবং 'স্বামী হওয়া' থেকে 'বাবা হওয়া' গল্পের মূল চরিত্র মকরক্রান্তি চট্টোপাধ্যায়। অল্পশিক্ষিত এই মানুষটি, ইংরাজিতে কথা বলাতে অনভ্যস্ত মানুষটি, সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসে শিল্পপতি হয়েছেন। সেই সুবাদে পাটি ক্লাবে তাঁর নিত্য যাতায়াত ও মদ্যপান। বাড়িতে আছেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী। আছে পুত্র রাকেশ। 'স্বামী হওয়া' গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র এক দম্পতির, স্বামী অশোক সান্যাল, স্ত্রী স্মিতা সান্যাল। এই দুটি ভিন্ন গল্পের যোগসূত্র হলেন তরুণ অধ্যাপক সুমন। সুমন সম্পর্কে মকরক্রান্তির শ্যালক। পাশাপাশি অশোক সান্যালের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই স্মিতা সুমনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে। সাম্প্রতিক কালে অহরহ আমরা এই সম্পর্কের করুণ পরিণতির কথা জানতে পারি সংবাদপত্র বা মিডিয়ার মাধ্যমে।

বিষয়টি আঁচ করতে পেরে শ্রীমতী তাঁর ভাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। যে বিয়ের তদারকির দায়িত্বে থাকেন অশোক ও স্মিতা। বিরাট জট জটিলতার খানিকটা সহজ সরল সমাধান রচিত হয়েছে। আশা করা গেছিল, স্মিতা সুমনের এই সম্পর্ক সুমনের বিবাহিতা স্ত্রীর গোচরে আসবে এবং এক বিরাট ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে। পরিচালক সম্পর্কের সেই কদর্যতার মধ্যে যাননি। দুটি গল্পেরই সুখকর পরিণতি ঘটেছে। অশোক ও স্মিতা আবার সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। পাশাপাশি রুক্ষ কর্কশ মেজাজের মকরক্রান্তি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছেলে ও স্ত্রীর সঙ্গে জন্মদিনের আনন্দে মেতেছেন। কিন্তু এই পরিণতির মূলেই রয়েছে ডিকশনারি। একটি ইংরাজি শব্দ 'ক্লেভ' মকরক্রান্তির জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। এসেছেন। সে তালিকায় প্রথম নাম অবশ্যই মোশাররফ করিমের। তিনি মকরক্রান্তি চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর উচ্চারণ বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আচরণ নিখুঁত মাপের। অশোক ও স্মিতা এই দম্পতির ভূমিকায় আবীর চট্টোপাধ্যায় ও নুসরৎ জাহান দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুমনের চরিত্রে অর্ণ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও সেই একই কথাই প্রযোজ্য। ভাইকে নিয়ে শ্রীমতীর বিব্রত হওয়া পৌলমী বসুর অভিনয়ে দারুণ ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। ভালো লাগে রাকেশের চরিত্রে সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়। ছবির একটা বড় অংশ আউটডোরে। সেই সব দৃশ্যের চিত্রায়ন আলাদা করে তৃপ্তি দেয়। এমন সুন্দর ছবি উপহার দেবার জন্য পরিচালক ব্রাত্য বসু অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

কলকাতায় ৪৫ উর্ধ্বদের টিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা ২৮ মে থেকে ফের ৪৫ উর্ধবদের কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়ার কাজ শুরু করলো। তবে ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিতে আগে থেকে টিকাকরণ কেন্দ্রে আসার দরকার নেই। এজন্য পুরসংস্থার নির্দিষ্ট ৮৩৩৫৯ ৯৯০০০ এই হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে স্লট বুকিং করে নির্দিষ্ট সময়েই চিহ্নিত পুরসংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে কোভিড নাইন্টিন প্রতিরোধে কোভিশিল্ড টিকা নিতে পারবেন। পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের প্রশাসক ও বিধায়ক অতীন ঘোষ জানান, ২৮ জুন বেলা ১১ টার পর থেকেই স্লট বুকিং করা যাবে। ৮৩৩৫৯ ৯৯০০০ এই হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে যেই হাই' লিখবেন সঙ্গে সঙ্গে পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে নানা তথ্য জানতে হবে। তবে প্রথমেই নিজের ওয়ার্ড নম্বর দিয়ে দিলে বাড়ির কাছের ভ্যাকসিন সেন্টারে স্লট বুকিং করে দেবে পুরসংস্থা। একটি হোয়াটস অ্যাপ নম্বর থেকে সর্বাধিক চারজনের টিকার জন্য চারটি স্লট বুকিং করা যাবে। একই দিনে একটি টিকাকরণ কেন্দ্রে ৫০ জনকে কোভিশিল্ডের প্রথম ডোজ দেওয়া যাবে। প্রথম ডোজের এই টিকাকরণ শুধুমাত্র প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে। এদিকে কলকাতা পুরসংস্থার ১০২ টি টিকাকরণ কেন্দ্রে সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টোর মধ্যে কলকাতার হকার, পরিবহণকর্মী, অটো-রিক্সাচালকদের, আইনজীবী, ব্যাঙ্ককর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী, নির্মাণকর্মী, সব্জি – মাছমাংস বাজারের কর্মীদের, ফলফলাদি বিক্রেতাদের,ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের, দোকানদার-কর্মীদের কোভিশিল্ডের টিকা দেওয়ার কাজ চলছে। পুরসংস্থার নির্দেশ, স্রেফ আধার কার্ডে বাজার কমিটির স্ট্যাম্প দিয়ে দিলেই যে কোনও বিক্রেতাই পুরসংস্থা থেকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন পাবেন।

সহায়তায় এগিয়ে এলো পর্বতারোহীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাহড়ে চড়া যাদের নেশা তারাও এখন নেমেছেন কোভিড মোকাবিলায়। সোনারপুরে কোভিড জয় করতে এগিয়ে এলেন পর্বতারোহীরা। সোনারপুর আরোহীর উদ্যোগে ক্লাব ঘরেই খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। আরম্ভ করে প্রয়োজনীয় জিনিসও পৌঁছে দিচ্ছেন তারা। অক্সিজেন পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে ক্লাবের উদ্যোগে কেনা হয়েছে সিলিন্ডারও। এরজন্য ক্লাবের সদস্যরা চাঁদা দিয়েছেন। চলতি বছরে ক্লাবের এক্সপিডিশনের জন্য যে টাকা বরাদ্দ

পালা করে সেখানে তিনটি শিফটে থাকছেন পর্বতারোহীরা। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ফোন নাম্বার। কোভিড আক্রান্তকে হাসপাতাল বা সেফ হোমে পৌঁছানো বা বাড়িতে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া তো আছেই এরসাথে কোভিড আক্রান্ত রুগীর বাড়িতে ঔষধ থেকে করা হয়ে ছিল সেই টাকাও লাগানো হয়েছে এই কাজে। ক্লাবের সম্পাদক এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা সফল আরোহনকারী রুদ্রপ্রসাদ হালদার বলেন মানুষের পাশে থাকতেই তাদের এই উদ্যোগ । চিকিসকদের পরামর্শ নিয়ে তারাও এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন।

হিন্দ সংঘ (চেতলা) এবং নিখিল বঙ্গ কল্যান সমিতি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির কারণে বহু মানুষ বিপদগ্রস্ত তাদের সাহায্যার্থে সাধ্যমত মুক্ত হস্তে দান করুন

আপনার এই দান আমরা তুলে দেবো ভারত সেবাশ্রম সংঘের হাতে।

আপনার এই দান কিছু মানুষের পেট ভরাবে।

বন্যা ত্রান তহবিল

Pay PhonePe 7003784109

ACCOUNT NAME- PRIYAM GUHA
ACCOUNT NUMBER - 08540100010315
BANK- BANK OF BARODA
BRANCH - ALIPUR
IFSC - BARB0ALICAL

*For more details call - Priyam Guha 9038640030/ Subham Dey 7278207910
You can send your screenshots to this number as we would like to keep a record of our kind donators : 9681199669

উচ্চমাধ্যমিক ২০২১

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২১ – এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হবে। সে বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নতুন সময়সূচি কোন্ তারিখে তিন বিভাগের সর্বমোট ১৫ টি আবশ্যিক বিষয়ের কোন্ কোন্ পরীক্ষাগুলি হবে সে বিষয়েটি দুই – একদিনেই জুনের ১ – ২ তারিখের মধ্যেই ঘোষণা করবে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। যেমনটি আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল ঠিক তেমনই নিজ নিজ বিদ্যালয়েই এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। কমানো সিলেবাসেই এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। মাধ্যমিকের মতো উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষাও দুপুর ১২ টা থেকে শুরু হবে। কেবল আবশ্যিক বিষয় গুলির পরীক্ষা নেওয়া হবে। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে সাড়ে ৮ লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী রয়েছে।

অনলাইন পাঠের ফাঁকে স্মার্টফোনে আসক্তি বাড়ছে

দেবাশিস রায় : বিশ্বজুড়ে করোনা আবহে অনলাইনে পড়াশোনার কাজ চলছে পুরোদমে। ক্রমশ পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে শিশু পড়ুয়ারাও অনলাইন পাঠের বাইরে নেই। করোনাকালে সর্বত্রই সমস্ত প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ থাকায় পড়ুয়াদের একমাত্র অবলম্বন অনলাইন পড়াশোনা। এজন্য পড়ুয়াদের ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কম্পিউটার, ল্যাপটপ কিংবা স্মার্টফোনের স্ক্রিনের সামনে মনযোগ সহকারে বসে থেকে অনলাইনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেওয়া বিষয়ভিত্তিক পাঠগুলি দেখে ও শুনে নোট করতে হয়। তবে অনলাইন পাঠে পড়ুয়াদের লাভের ঘরে প্রাপ্তিযোগ কতটুকু তা হয়তো ভবিষ্যৎ ফল বলবে কিন্তু, এর উল্টোদিকে স্মার্টফোনের প্রতি প্রবল আসক্তি বাড়তে থাকায় শিশু পড়ুয়ারা নানাভাবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আর এসব দেখেশুনে শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কথা ভেবে অভিভাবক সহ চিকিৎসক ও মনোবিদরা চরম উদ্বেগে কাটাচ্ছেন। ঝাঁ চকচকে শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের সর্বত্র এই ছবিটাই প্রকট হয়ে উঠছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে উদ্বিগ্ন চিকিৎসক মহলের একাংশের আশংকা, করোনা আবহে বিরাট অংশের শিশুদের লেখাপড়ার ভবিষ্য কার্যত বিপন্ন শুধু নয় শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ভয়ংকর বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মারাত্মক বিপর্যয় ধারণ করায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থাৎ শিশুরাই যে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটা বোধ হয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না। করোনা আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। প্রায় দেড় বছর ধরে বিশ্ব অর্থনীতি সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন। পাশাপাশি সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পঠনপাঠন ব্যবস্থাও সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। নানাভাবে ক্ষতির সম্মুখীন সর্বস্তরের লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া, বিশেষত শিশুরা। করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইন এডুকেশনের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। একইভাবে পড়ুয়াদেরও কার্যত বাধ্যবাধকতার সঙ্গে কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর এই অত্যাধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পদে পদে মানিয়ে চলতে হচ্ছে। কিন্তু, প্রাক প্রাথমিক কিংবা প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদে পড়ুয়াদের বেশিরভাগই ক্ষেত্রে এই অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবে গ্রহণযোগ্যতা কতখানি এই নিয়েই সম্প্রতি বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিশেষত, বেসরকারি ঝাঁ চকচকে স্কুলগুলিতো অনলাইন

এডুকেশন সিস্টেমে অত্যন্ত আগ্রহী। তবে, অনেকেরই অভিমত এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের লাভের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণটাই বেশি হচ্ছে। অনলাইন পড়াশোনার নামে স্মার্টফোনের প্রতি কোমলমতি শিশুদের আসক্তি বাড়ছে। করোনার কারণে স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে কার্যত ঘরবন্দি। সহপাঠীদের সঙ্গে সাক্ষাত, মেলামেশা, খেলাধুলা বন্ধ। ফলে তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় প্রতিনিয়ত একরোখা মনোভাব কিংবা খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠছে। একঘেয়েমি কাটাতে শিশুদের মধ্যে এতদিন টিভি দেখার চল তো ছিলই। এখন তাদের অকারণে কথা বলা, কার্টুন দেখা, গেম খেলা সহ নানা বাহানায় স্মার্টফোন ঘাঁটার প্রবণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনলাইন এডুকেশনে যুক্ত কয়েকজন শিশুর অভিভাবক অত্যন্ত হতাশার সুরে জানিয়েছেন, তাঁরা খানিকটা বাধ্য হয়েই আধুনিক এই শিক্ষাব্যবস্থায় সায় দিয়েছেন। কিন্তু, এতে এই ছোট্ট শিশুরা ভবিষ্যতে কতটা লাভবান তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তবে, এই শিক্ষার কারণে স্মার্টফোনের প্রতি সন্তানদের আসক্তি বাড়ছে। বাধা দিলে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। পাশাপাশি খিটখিটে স্বভাব, একগুয়েমি এসবতো আছেই। সবমিলিয়ে প্রতিনিয়ত কোমলমতি শিশুদের এধরণের আচরণ দেখে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছেন অভিভাবকরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক বাণীব্রত আচার্য বলেন, শিশুদের অনলাইন এডুকেশনের কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না। এখন থেকেই যদি তাদের যন্ত্রনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় ভিড়িয়ে দেওয়া হয় উল্টে ফল হবে আরও মারাত্মক। করোনা আবহে এমনিতেই শিশুদের মধ্যে একঘেয়েমি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ওপর অনলাইন পড়াশোনার নামে যেভাবে বোঝা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাতে সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে উঠবে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে শিশুদের কীভাবে মানসিকভাবে সুস্থ রাখা যায় সেটাই সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে। সন্তানদের একঘেয়েমি ও একগুঁয়ে মনোভাব কাটাতে তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হবে অভিভাবকদের। তবে, এটাও ঠিক করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে প্রত্যন্ত এলাকায় সরকারি প্রাথমিক সহ বিভিন্ন স্কুলগুলিতে এভাবে দীর্ঘদিন পঠনপাঠন বন্ধ থাকায় পড়ুয়াদের ভবিষ্য বিপন্ন। করোনায় কাজ হারিয়েছেন বহু মানুষ। দীর্ঘদিন চরম আর্থিক অনটনে ভোগা বহু পরিবারের ক্ষুদে পড়ুয়াদের অনেকেই কাজে লিপ্ত। অচিরেই বিভিন্ন এলাকায় সমাজের নিচুতলার পড়ুয়াদের মধ্যে যেভাবে ড্রপআউটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তা নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও একটা বিপর্যয় নেমে আসতে চলেছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com